গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

খাদ্য মন্ত্রণালয়
সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে ৩য় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতিঃ মুশফেকা ইকফাৎ
সভার তারিখঃ ২২.০৯.২০১৫ খ্রিঃ
সভার সময়ঃ সকাল ১১.০০ টা
সভার স্থানঃ সচিব মহোদয়ের অফিস কক্ষ

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির আহবানে যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার কার্যসমূহ সংক্ষেপে সভায় উপস্থাপন করেন এবং ২য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ পড়ে শোনান। কর্মপরিকল্পনায় অনুর্ভূক্ত অথচ এখনও বাস্তবায়িত হয়নি এরুপ কার্যসমূহ যথাসময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নরুপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

কার্যসমূহের ক্রমিক নং	কার্যসমূহের শিরোনাম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
(১)	সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা	খাদ্য মন্ত্রণালয়ে নৈতিকতা কমিটি গঠন এবং শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগপূর্বক শুদ্ধাচার ও সুশাসনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য নিয়মিত সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মনিটরিং অব্যাহত আছে। কিন্তু খাদ্য অধিদপ্তরে এ যাবত এরুপ কোন কার্যক্রম গৃহীত হয়নি। তাছাড়া, সদ্য গঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দপ্তরেও শুদ্ধাচার বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণ করা জরুরী মর্মে সভাপতি মত প্রকাশ করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দপ্তরে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা অনুসরণে নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন, নৈতিকতা কমিটি গঠন এবং ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ সম্পন্ন করে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	আগামী ১ (এক) মাসের মধ্যে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিকল্পনা অনুসরণে নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন, নৈতিকতা কমিটি গঠন এবং ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ সম্পন্ন করে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে	মহাপরিচালক খাদ্য অধিদপ্তর ও চেয়ারম্যান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ

(২)	সচেতনতা বৃদ্ধি	সভায় আলোচনা হয় যে, সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ৮ম, ৯ম এবং ১০ম গ্রেডভূক্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের মডিউলে শুদ্ধাচার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। উচ্চ শ্রেণির কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের জন্য খসড়া মডিউলে শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সকল প্রশিক্ষণ মডিউলে ‘শুদ্ধাচার’ অন্তর্ভূক্তির জন্য সকলে একমত পোষণ করেন।	খাদ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সকল প্রশিক্ষণ মডিউলে ‘শুদ্ধাচার’ অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ
(৩)	বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধান এর সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সংস্কার/ সংশোধন	সভায় আলোচনা হয় যে, কর্মপরিকল্পনা না থাকায় খাদ্য ক্যাডারের কর্মকর্তাদের কর্মজীবন উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা করা হয়নি। CPI মনিটরিং প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ২টি লক্ষ্যমাত্রার ১টি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অপরটি আগামী জুন/ ২০১৬ সময়ের পরই প্রণীত হবে। নিরাপদ খাদ্য আইনের অধীনে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় করার জন্য ইতোমধ্যে “নিরাপদ খাদ্য (খাদ্যদ্রব্য জব্দকরণ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহন পদ্ধতি) বিধিমালা, ২০১৪” নামে একটি প্রণীত হয়েছে। আরও কয়েকটি বিধিমালা/ প্রবিধি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন আছে মর্মে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান সভায় অবহিত করেন। লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও প্রয়োজনীয় প্রবিধান/ বিধিমালা প্রণয়ন অব্যাহত রাখার	প্রয়োজনীয় প্রবিধান/ বিধিমালা প্রণয়ন অব্যাহত রাখাতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং মহাপরিচালক, এফপিএমইউ

		জন্য সচিব পরামর্শ প্রদান করেন		
(৪)	পুরস্কার প্রদান	উত্তম চর্চার জন্য খাদ্য মন্ত্রণালয়, খাদ্য অধিদপ্তর এবং মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণের জন্য পদক প্রদান নিশ্চিত করতে হবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। তবে, কর্মপরিকল্পনা জুন/ ২০১৬ পর্যন্ত চলমান বিধায় জুন/ ২০১৬ মাসে পদক বা পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন। মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণের বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর ও চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিভেদে কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদানের জন্য সচিব নির্দেশ প্রদান করেন।	সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচিভেদে কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং যুগ্ম-সচিব (অভ্যঃ প্রশাঃ-১), খাদ্য মন্ত্রণালয়
(৫)	সেবারমান উন্নীতকরণ	সভায় আলোচনা হয় যে, সেবারমান উন্নীতকরণের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত কার্যসমূহের মধ্যে ১নং কার্য অর্থাৎ ২য় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন। ১৭.০৯.২০১৫ খ্রিঃ তারিখে সিটিইউ এর অধীনে A2i প্রকল্পের অধীনে ৪ (চার) জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। Annual Performance Agreement(APA) অনুযায়ী ২৯.১০.২০১৫ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ২য় প্রজন্মের সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ, ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান, wi-fi সম্প্রসারণ, দরপত্র/ কোটেশন নোটিশ ওয়েবসাইটে প্রকাশ ইত্যাদি পরিপালিত হয়েছে । A2i প্রকল্পের অধীনে কনফারেন্স সুবিধা স্থাপন করা হয়েছে। Modern Storage Facilities প্রকল্পের অধীনে ই-টেন্ডারিং করা	খাদ্য অধিদপ্তরের সকল ক্ষেত্রে ই-টেন্ডার পদ্ধতি প্রবর্তন, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে সকল অধিশাখা/ শাখায় ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তন নিশ্চিত করতে হবে ।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সকল উইং অধিশাখা/ শাখা প্রধান।

		হচ্ছে। তবে, খাদ্য অধিদপ্তরের অন্যান্য টেন্ডার কার্যক্রমে ই-টেন্ডারিং সম্প্রসারিত হয়নি। খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় ও সংসদ অধিশাখা, এফপিএমইউ এবং আইসিটি শাখায় ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তিত হলেও অন্যান্য শাখা/ অধিশাখার কর্মকর্তাগণ ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করলেও এখনও কার্যক্রম শুরু করা হয়নি। এছাড়া, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ১০০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে আগামী ডিসেম্বর/ ২০১৫ মাসের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা সম্পন্ন করতে হবে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে খাদ্য অধিদপ্তরের সকল ক্ষেত্রে ই-টেন্ডার পদ্ধতি প্রবর্তন, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে সকল অধিশাখা/ শাখায় ই-ফাইলিং পদ্ধতি প্রবর্তন নিশ্চিত করা এবং প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সচিব নির্দেশ প্রদান করেন।		
(৬)	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	খাদ্য মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ, দ্রুততম সময়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযোগকারীকে অভিযোগ নিষ্পত্তির তথ্য অবহিত করা হচ্ছে। অন লাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এবং ফ্রন্ট ডেস্ক বা ওয়ান ডেস্ক সার্ভিস জুন/ ২০১৬ মাসের মধ্যে বাস্তবায়ন সময়সীমা নির্ধারিত আছে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে টেকনোলজী বা টেকনিক্যাল সাপোর্ট গ্রহণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন লাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এবং ফ্রন্ট ডেস্ক বা ওয়ান ডেস্ক সার্ভিস প্রবর্তনের জন্য সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়।	টেকনোলজী বা টেকনিক্যাল সাপোর্ট গ্রহণ করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন লাইন অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এবং ফ্রন্ট ডেস্ক বা ওয়ান ডেস্ক সার্ভিস প্রবর্তন করতে হবে।	উপ-সচিব (তদন্ত) অধিশাখা ও আইসিটি সেল, খাদ্য মন্ত্রণালয়।
(৭)	তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন	যুগ্ম-সচিব (সমন্বয় ও সংসদ) সভায় জানান যে, তথ্য অধিকার অনুযায়ী তিনি নিজেই ফোকাল	তথ্য অধিকার আইনের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অব্যাহত	যুগ্ম-সচিব (সমঃও সং), খাদ্য মন্ত্রণালয়

	সংক্রান্ত কার্যক্রম	পয়েন্টের দায়িত্ব পালন করছেন। সচিবের সম্মতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের সর্বাধিক তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। বার্ষিক কর্মকান্ডের পুস্তিকাও ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। চাহিদা অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তিকে তথ্য অধিকার আইনের অধীনে তথ্য সরবরাহ করা হয়। তথ্য কমিশনে বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণও নিশ্চিত করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়।	রাখতে হবে।	
(৮)	অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ও বাজেট বরাদ্দ	শুদ্ধাচারকৌশল বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কার্য-সমুহ সম্পন্ন করার পর জুন/২০১৬ মাসে পদক প্রদান/পুরস্কার প্রদানের জন্য লক্ষ স্থির করা আছে। সার্বিক মূল্যায়ন শেষে জুন/২০১৬ মাসেই পদক/পুরস্কার প্রদান বিবেচনা করা হবে মর্মে সকলে একমত পোষণ করেন। বাজেট বরাদ্দের বিষয়ে আলোচনাকালে যুগ্ম-সচিব (সমঃ ও সংসদ) সভায় জানান যে, শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে কর্ম-পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণ এবংকর্ম-জীবন উন্নয়নের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ খাতে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ আছে। এ অর্থ থেকে কর্মসুচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। তাই পৃথক বাজেট প্রণয়ন করা হয়নি। তবে, শীঘ্রই প্রশিক্ষণের জন্য একটি বাজেট প্রণয়ন করা হবে।	প্রশিক্ষণের জন্য একটি বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।	যুগ্ম-সচিব (অভ্যঃ প্রঃ-১) ও যুগ্ম-সচিব (সমঃ ও সং)
(৯)	কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	সভায় জানানো হয় যে, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ৩ (তিন) মাস অন্তর সভা অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা হচ্ছে। সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করে হালনাগাদ তথ্য ওয়েবসাইটে	শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনাসমূহের কার্যসমূহ নিয়মিতভাবে পর্যালোচনাপূর্বক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।	মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ এবং

		প্রকাশ করা হবে। এছাড়া, শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রতিবেদন হিসেবে এ সভার (২২.০৯.২০১৫ অনুষ্ঠিত) কার্যবিবরণী অগ্রগতি হিসেবে বিবেচনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিটে প্রেরণ করা হবে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনাসমূহের কার্যসমূহ নিয়মিতভাবে পর্যালোচনাপূর্বক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য সচিব মন্ত্রণালয়ের সকল উইং প্রধান, মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।		যুগ্ম-সচিব (সমঃওসং)

২। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/- ৩০.০৯.২০১৫
(মুশফেকা ইকফাৎ)
সচিব